২

তারিখ ২৭-মে-২০০৫
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

# সংবাদ

## ফল : প্রকাশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জিপিএ-১ থেকে ২ পেয়েছে ৩ হাজার ৫৯ জন। ঢাকা বোর্ডে মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় ৩২ হাজার ৭৮২ জনের মধ্যে ২৩ হাজার ৭৫২ জন, মানবিক শাখায় ৫৬ হাজার ৪৬৬ জনের মধ্যে ২০ হাজার ৩৬৭ জন এবং বাণিজ্য শাখায় ৪৪ হাজার ৬৪০ জনের মধ্যে ২৬ হাজার ৫৯২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শাখাভিত্তিক পাসের হার বিজ্ঞান শাখায় ৭৩ দশমিক ৫১, মানবিক শাখায় ৩৬ দশমিক ৬৩, বাণিজ্য শাখায় ৬০ দশমিক ১৪ শতাংশ। ঢাকা বোর্ডের অধীনে নটর ডেম কলেজে ২ হাজার ১৬৮ জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে পাস করেছে ২ হাজার ১২৭ জন। পাসের হার ৯৮ দশমিক ১১ শতাংশ। ৬৮৩ জন জিপিএ-৫ পেয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে নটর ডেম কলেজ। জিপিএ-৫এ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে ভিকারুন্নিসা নূন কলেজ। এ কলেজের পাসের হার ৯৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। ভিকারুন্নিসা নূন কলেজের ৩০৭ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তৃতীয় স্থান দখল করেছে ঢাকা সিটি কলেজ। এ কলেজ থেকে ১৬৮ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। মোট ১ হাজার ৫৩৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১ হাজার ৫১৭ জন। পাসের হার ৯৮ দশমিক ৭০ শতাংশ।

**রাজশাহী বোর্ড** : রাজশাহী বোর্ডে মোট ১ লাখ ৫ হাজার ৮০৩ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ৬৮ হাজার ৯৬ জন। গড় পাসের হার ৬৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ। গত বছর রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৫ দশমিক ২৩ শতাংশ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৬৭০ জন। এ বছর উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ১৭৭ জন। জিপিএ ৪ থেকে ৫ পেয়েছে ৭ হাজার ৭০ জন, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ পেয়েছে ৮ হাজার ৭৭০ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ পেয়েছে ১২ হাজার ৪৬২ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ৩০ হাজার ৬৪ জন, জিপিএ-১ থেকে ২ পেয়েছে ৮ হাজার ৫৫৩ জন। এ বোর্ডে মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় ৩২ হাজার ৬৯৪ জনের মধ্যে ১৯ হাজার ৭৪১ জন, মানবিক শাখায় ৫৬ হাজার ১৩ জনের মধ্যে ৩৫ হাজার ২৮৭ জন এবং বাণিজ্য শাখায় ১৭ হাজার ৯৬ জনের মধ্যে ১৩ হাজার ৬৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শাখাভিত্তিক পাসের হার বিজ্ঞান শাখায় ৬১ দশমিক ৯০, মানবিক শাখায় ৬৪ দশমিক ৬০, বাণিজ্য শাখায় ৭৭ দশমিক ৯২ শতাংশ।

**কুমিল্লা বোর্ড** : কুমিল্লা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার ৬৬৫ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ২০ হাজার ৫৫০ জন। পাসের হার ৬০ দশমিক ০৫ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫১ দশমিক ৮০ শতাংশ। গত বছর কুমিল্লা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১৪৮ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৯২ জন। জিপিএ-৪ থেকে ৫ পেয়েছে ২ হাজার ৭৬১ জন, জিপিএ ৩.৫ থেকে ৪ পেয়েছে ৩ হাজার ৪০১ জন, জিপিএ ৩ থেকে ৩.৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৩৮১ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ৮ হাজার ২৪ জন, জিপিএ-১ থেকে ২ পেয়েছে ১ হাজার ৬৯১ জন। এ বোর্ডে মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় ৭ হাজার ৩৪৬ জনের মধ্যে ৪ হাজার ৭৮৩ জন, মানবিক শাখায় ১৩ হাজার ৪০৭ জনের মধ্যে ৬ হাজার ৭০০ জন এবং বাণিজ্য শাখায় ১৩ হাজার ৯১২ জনের মধ্যে ৯ হাজার ৬৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শাখাভিত্তিক পাসের হার বিজ্ঞান শাখায় ৬৫ দশমিক ৮৭, মানবিক শাখায় ৫০ দশমিক ৯০, বাণিজ্য শাখায় ৬৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

**যশোর বোর্ড** : যশোর বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৪৯৩ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৪৩ হাজার ৪৫২ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪২ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২৬৬ জন। এ বছর উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৯২ জন। জিপিএ-৪ থেকে ৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৪৭ জন, জিপিএ ৩.৫ থেকে ৪ পেয়েছে ৬ হাজার ৭৯১ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ পেয়েছে ৯ হাজার ২৫০ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ১৭ হাজার ২৯৮ জন, জিপিএ-১ থেকে ২ পেয়েছে ৩ হাজার ৫৭৪ জন। এ বোর্ডে মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় ৯ হাজার ৪২২ জনের মধ্যে ৬ হাজার ২৯২ জন, মানবিক শাখায় ৪৪ হাজার ৬৫৮ জনের মধ্যে ২৫ হাজার ৭২৪ জন এবং বাণিজ্য শাখায় ১৫ হাজার ৪১৩ জনের মধ্যে ১১ হাজার ৪৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শাখাভিত্তিক পাসের হার বিজ্ঞান শাখায় ৬৯ দশমিক ৭৮, মানবিক শাখায় ৫৮ দশমিক ৪৭, বাণিজ্য শাখায় ৭৫ দশমিক ২৩ শতাংশ।

**চট্টগ্রাম বোর্ড** : চট্টগ্রাম বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার ২৪৯ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১৮ হাজার ৬১ জন। পাসের হার ৫৫ দশমিক ০৬ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫১ দশমিক ৮০ শতাংশ। গত বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৮৪। এ বছর উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৮৫ জন। জিপিএ-৪ থেকে ৫ পেয়েছে ৩ হাজার ২৬১ জন, জিপিএ- ৩.৫ থেকে ৪ পেয়েছে ৩ হাজার ১০০ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৬১৮ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ৬ হাজার ৩৮৮ জন, জিপিএ-১ থেকে ২ পেয়েছে ১ হাজার ২০৯ জন। এ বোর্ডে মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় ৮ হাজার ৩০৮ জনের মধ্যে ৪ হাজার ৯২৭ জন, মানবিক শাখায় ১০ হাজার ৪৩০ জনের মধ্যে ৪ হাজার ৬৬৫ জন এবং বাণিজ্য শাখায় ১৪ হাজার ৫১১ জনের মধ্যে ৮ হাজার ৪৫৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শাখাভিত্তিক পাসের হার বিজ্ঞান শাখায় ৬৮ দশমিক ১৭, মানবিক শাখায় ৪৫ দশমিক ৬৩, বাণিজ্য শাখায় ৫৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

**বরিশাল বোর্ড** : বরিশাল বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ৮৩৭ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১৭ হাজার ৮৫ জন। পাসের হার ৬২ দশমিক ৪৮ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৩৬ দশমিক ৪২ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা ছিল ৬০। এ বছর উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫১ জন। জিপিএ-৪ থেকে ৫ পেয়েছে ১ হাজার ৬৯৭ জন, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ পেয়েছে ২ হাজার ২৫৬ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ পেয়েছে ৩ হাজার ২৮৪ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ৭ হাজার ৫৮২ জন, জিপিএ-১ থেকে ২ পেয়েছে ২ হাজার ১১৫ জন। এ বোর্ডে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় ৪ হাজার ৫০ জনের মধ্যে ২ হাজার ৮৩০ জন, মানবিক শাখায় ১৫ হাজার ৮৪৫ জনের মধ্যে ৮ হাজার ৮৬৩ জন এবং বাণিজ্য শাখায় ৭ হাজার ৯৪২ জনের মধ্যে ৫ হাজার ৩৯২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শাখাভিত্তিক পাসের হার বিজ্ঞান শাখায় ৭২ দশমিক ১২, মানবিক শাখায় ৫৬ দশমিক ৮৫, বাণিজ্য শাখায় ৬৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

**সিলেট বোর্ড** : সিলেট বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৪২৩ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭ হাজার ৭৯৪ জন। পাসের হার ৪৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা ছিল ৭৮। এ বছর উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০৮ জন। জিপিএ-৪ থেকে ৫ পেয়েছে ৬৩৯ জন, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ পেয়েছে ৯৪৩ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ পেয়েছে ১ হাজার ৪৬৭ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ পেয়েছে ৩ হাজার ৫০৬ জন, জিপিএ-১ থেকে ২ পেয়েছে ৯৩১ জন। এ বোর্ডে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় ৩ হাজার ৯৭৫ জনের মধ্যে ২ হাজার ২৬৪ জন, মানবিক শাখায় ১১ হাজার ৩৪৩ জনের মধ্যে ৪ হাজার ২৩৭ জন এবং বাণিজ্য শাখায় ২ হাজার ১০৫ জনের মধ্যে ১ হাজার ৯৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শাখাভিত্তিক পাসের হার বিজ্ঞান শাখায় ৫৭ দশমিক ৯৪, মানবিক শাখায় ৩৮ দশমিক ০৮, বাণিজ্য শাখায় ৫২ দশমিক ৮২ শতাংশ।